IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বর্তমান সমাজে নারী শিক্ষার অগ্রগতি: একটি পর্যবেক্ষণ

গোপাল চন্দ্র সেন

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হল নারী শিক্ষা। প্রাচীন ভারতবর্ষে নারীর স্থান ছিল উচুতে এবং অত্যন্তসম্মানের। সে যুগের নারী পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদ ছিল না ।সে যুগে নারীদের বেদ পাঠে অধিকার ছিল এমন কি তারা যজ্ঞেও অংশগ্রহণ করতে পারতেন। নারীদের উপনয়নে অংশ গ্রহণের অধিকার ছিল।শুধু তাই নয় গুরুগৃহে বসবাসকালেতাঁরা ব্রহ্মচর্যও পালন করতে পারতেন। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ প্রথার তেমন প্রচলন ছিলনা। অথর্ববেদে বলা হয়েছে যে ছাত্রী জীবন শেষ না হলে কুমারীদের বিবাহ দেওয়া হত না।

তবে হিন্দু যুগের অবসানের পর সমাজে নারীদের শিক্ষাব্যবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল । মুসলিম যুগে নানা রকম রাজনৈতিক কারনে নারীরা শিক্ষার সুযোগ থেকে অনেকটাই বঞ্চিত হয়ে পড়ে। প্রাচীন যুগের নারী শিক্ষার যথেষ্ট অবদান থাকলেও মধ্য যুগে এসে তার কিছুটা সমাপ্তি ঘটে । কিন্তু বর্তমান যুগে নারী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ায় পুনরায় নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটে চলেছে।

Objectives of women education:-

নারী শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়নারী শিক্ষা অবহেলিত হলে সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। আর একমাত্র নারী শিক্ষার উন্নয়ন হলেই একটি শক্তিশালী সমাজ গড়ে ওঠে। এই দিক থেকে নারী শিক্ষার বিশেষ কতগুলি উদ্দেশ্য রয়েছে এগুলি হল..

1) নারী শিক্ষায় নারীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করতে ও আত্ম সচেতনতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

2) নারী শিক্ষার অপর একটি উদ্দেশ্য হল নিজেদের সম্পর্কের ;দৈহিক ও যৌনতা বিষয়ক্র সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

3) এই শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ও পারস্পরিক আলোচনা করে কোনো বিষয় সম্পর্কে পৌঁছানোর ক্ষমতা বিকাশ ঘটায়।

4) নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে নিরক্ষরতা দূর করতে সাহায্য করে।

5) নারীদের চাকুরী বা কাজের বাজার এর উপযোগী জ্ঞান প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও কৌশলের অধিকারী করেগড়ে তোলাও নারী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

6) সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে নারীরা যাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেতার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

এছাড়াও কর্ম সংস্থানের জন্য নারী শিক্ষা, পরিবারের সুরক্ষার জন্য নারী শিক্ষা, সন্তানদের শিক্ষাদানের জন্য নারী শিক্ষা, দেশ গঠনের জন্য নারী শিক্ষা, সামাজিক সচেতন নের জন্য নারী শিক্ষা প্রভৃতি নারী শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

Statement of verious commission for women education:-

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কমিশনের সুপারিশগুলো সম্পর্কে এখন নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো -

1)Radhakrishnan commission(1948-49):

নারী শিক্ষা সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণন কমিশনের সুপারিশ করেছেন তাহলো-

১) সহশিক্ষা কলেজগুলিতে মেয়েদের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে।

২) মেয়েদের শিক্ষা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩) নারী ও পুরুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে কতগুলি বিশেষ সাদৃশ্য থাকলেও মেয়েদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) সমাজের নাগরিক ও নারী হিসেবে মেয়েরা যাতে উপযুক্ত মর্যাদা পায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

2)Mudaliar commission (1952-54):

নারী শিক্ষার উন্নয়ন করণে মুদালিয়ার কমিশনের সুপারিশ গুলি হল

১) ছেলে মেয়েদের একই প্রকার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

২) মেয়েদের বিদ্যালয় যেখানে সহশিক্ষা ব্যবস্থা আছে সেখানে মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) প্রয়োজন অনুসারে রাজ্য সরকারকে মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৪) মেয়েদের জন্য পাঠ্যসূচিতে সংগীত, কলা ইত্যাদি বিষয় অনুমোদিত করার সুপারিশ করেন।

৫) ছেলে মেয়েদের পাঠক্রমে যাতে একই হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

3) Kothari commission(1964-66):

নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কোঠারি কমিশন যে সকল সুপারিশ করেছেন তাহলো–

১) আগামী কয়েক বছর মেয়েদের শিক্ষা কর্মসূচির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

২) স্ত্রী পুরুষের শিক্ষার পার্থক্য যথাক্রমে কমিয়ে আনতে হবে।

৩) মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কতগুলি পরিকল্পনা নিতে হবে।

৪) এগুলোকে গুরুত্ব অনুসারে আর্থিক সাহায্য দিতে হবে।

৫) মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করার জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিশেষ সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

৬) স্থানীয় চাহিদা অনুসারে মেয়েদের জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৭) স্নাতকোত্তর স্তরে মেয়েদের পৃথক্ ব্যবস্থার প্রয়োজন।

Recommendation of veriouscommittes for women's education:-

নারী শিক্ষা অন্য উন্নত কল্পে যেমন বিভিন্ন কমিশন গড়ে উঠেছে তেমনি কিছু কমিটি গড়ে উঠেছে আর সেই কমিটি গুলি হল-

1) National committee of women's education(1958):

নারী শিক্ষার সামগ্রিক দিক পর্যালোচনা করার জন্য দূর্গাবাই দেশমুখ যেসব সুপারিশের কথা বলেছেন তা হল-

১) নারীশিক্ষাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

২) তার জন্য সুদৃঢ় ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩) নারী শিক্ষার জন্য কেন্দ্রস্থল একটি জাতীয় পরিষদ এবং রাজ্য স্তরের অনুরূপ একটি পর্ষদ গঠন করতে হবে ।

৪) নারী শিক্ষার ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দানের জন্য একজন যুগ্ম শিক্ষা উপদেষ্টা নিয়োগ করতে হবে।

৫) শিক্ষার প্রতি মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

2) HansaMehta committee (1961):

নারী শিক্ষা সম্বন্ধে হংস মেহেতা কমিটি সুপারিশ গ্রহণ করেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো.

1) প্রাথমিক বিদ্যালয় সহশিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
2) ছেলেমেয়েদের সংখ্যাগত পার্থক্য দূর করতে হবে।
3) তার জন্য মেয়েদের শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।
4) প্রাথমিক স্তরের ছেলেমেয়েদের পাঠ্যক্রম একই থাকবে।
5) মেয়েদের কারিগরি ও বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
6) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে।

3) BhaktaVatsalam committee(1963):

নারী শিক্ষা সম্বন্ধে ভক্তবৎসল কমিটিতে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১) নারী শিক্ষার জন্য জনগণের সাহায্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

২)গ্রাম অঞ্চলের শিক্ষিকা ও ছাত্রীদের জন্য ছাত্রীবাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) সংসারী মহিলাদের জন্য গ্রামে আংশিক সময়ের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪) বিদ্যালয়ে বালিকা পরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে। যাতে করে শিক্ষার মানোন্নয়ন হয় এবং অপচয় ও অনুন্নয়ন না হয়।

Contribution of indian scholars of the spread of women's education:-

ভারতবর্ষের নারী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাবৃত্ত মনীষীগণ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন এর অবদান নিম্নে আলোচনা করা হল -

1) **IswarChandraVidyasagar's contribution of women's education:**

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ছিল গভীর। হিন্দু সমাজের সেই যুগে যখন মানুষের বিশ্বাস ছিল লেখাপড়া শিখলে স্ত্রীলোকের আসু বৈধব্য অনিবার্য। তখন সমস্ত কুসংস্কারকে অজেয় পুরুষ উপেক্ষা করে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে তার উৎসাহ ও প্রচেষ্টা ছিল অক্লান্ত। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি হুগলি, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলার স্ত্রীশিক্ষা সম্মিলনী গঠন করেন। তিনি ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থেকে নারীদের সার্বিক উন্নয়নের সচেষ্ট ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আশা করেছিলেন যে তার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি ভারত সরকারের আর্থিক সাহায্য পাবেন। কিন্তু এক বছর অতিবাহিত হতে না হতেই তিনি বুঝতে পারেন ভারত সরকার আর্থিক সাহায্য করতে অনিচ্ছুক। এদিকে বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন পাচ্ছেন না তখন তিনি লেখালেখি করে ভারত সরকারের কাছ থেকে একবারের মতো বেতন পান। তারপর বিদ্যাসাগর মহাশয়বিদ্যালয় চালিয়ে যাবার জন্য এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য নারী শিক্ষা ভান্ডার গঠন করেন।

2) **Contribution of Raja Ram Mohan Roy on women's education :**

নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দুদের মধ্যে নারী শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অজস্র প্রবন্ধ তিনি। লিখে দেখান যে প্রাচীন ভারতের নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল না। বরং সমাজে নারীরা কতটা মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে, কৌলিন্য প্রথার প্রসারে এবং মুসলিম শাসন কালে কিভাবে নানা ঘাত প্রতিঘাতে নারী শিক্ষা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তিনি পুনরায় আধুনিক ভারতে নারী শিক্ষার প্রসারের জন্য জোর দেন। নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন এবং অন্যদেরও নারী শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

3) Swami Vivekanand contribution to women's education :

বিবেকানন্দ স্ত্রী শিক্ষার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বালিকাদের জন্য গ্রামে গ্রামের পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের শিক্ষিত করতে বলেছেন কারণ মেয়েরা শিক্ষিত না হলে একটি জাতি সুগঠিত হতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন.

'It is in the hand of education and pious mother that great man are born.'[1]

তাঁর মতে পাশ্চাত্যের নারী হলো পত্নী আর প্রাচ্যে তিনি হলেন জননী। বিবেকানন্দের মতে, নারী শিক্ষা দীক্ষা চরিত্র রামায়নে বর্ণিত সীতাদেবীর মতো, নয় হবেন তাদের আদর্শ অনুকরণীয়। তিনি মেয়েদের জন্য পাঠ্যক্রমের যেসব বিষয় রাখার কথা বলেছেন সেগুলো হলো ধর্ম, শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান ও রান্না ইত্যাদি। তাঁর মতে, মেয়েরা অন্যের সাহায্য ছাড়াই নিজের সমস্যা নিজেরাই মেটাতে পারবে। পৃথিবীর অন্য দেশের মেয়েদের তুলনায় এ দেশের মেয়েরা কোন অংশে কম নয়। এইজন্য বিবেকানন্দ বলেছেন যে একদল ব্রহ্মচারিণী মেয়েদের শিক্ষা দিবেন। [2]

4)Gandiji's contribution to women's education:

গান্ধীজীর নারী শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই জন্য তিনি বলেছেন .

'Women are the mothers ofthe race. Woman should not be an instrument of pleasure. They should be regarded as mans helpmate'.[3]

অর্থাৎ নারী হলো জাতির মাতা, নারী শুধুমাত্র প্রশান্তি লাভের উপকরণ নয়। তাদের পুরুষের সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করা উচিত। পরামর্শদাতার দিক থেকে নারী ও পুরুষ যেহেতু সমান, সেহেতু তাদের যথার্থ শিক্ষা প্রদান করতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন.

'Man and woman are of equal rank, but they are not identical. They are a peeress pair being supplementary to one another, each help the other. So that without the one the existence of other cannot be conceived and therefore it follows as a necessary corollary from those fact s that anything that will impair the states of either of them will involve the equal, ruin of them'. [4]

The problem of women's education:

শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার আইনগত ভাবে স্বীকৃত হলেও অধিকারের ক্ষেত্রে বহু সমস্যা রয়ে গেছে। সেই সমস্যাগুলো হলো-

১) কুসংস্কার।

২) সামাজিক রক্ষণশীলতা ।

৩) বাল্যবিবাহ।

৪) নিরক্ষর অভিভাবক।

৫) যাতায়াতের সুবিধা।

৬) অপচয় ও অনুন্নয়ন ।

৭) অভিভাবকদের উদাসীনতা।

The solution of the problem of women's education:

নারী শিক্ষা প্রচারের জন্য যে সমস্ত সমস্যা লক্ষ্য করা যায় তার সমাধান গুলি হল-

১) অপচয় ও উন্নয়নবোধ।

২) মেয়েদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন।

৩) অভিভাবকদের উৎসাহ দান।

৪) সংস্কার করা বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠক্রম।

৫) পর্যাপ্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা।

৬) অবৈতনিক নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৭) মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

৮) ছাত্রীবাসের ব্যবস্থা করা।

Government Initiatives For The Development Of Women's Education:

ভারতবর্ষে নারী শিক্ষা উন্নয়নের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার সমান ভূমিকা পালন করেছে নিম্নে এদের পদক্ষেপ গুলি তুলে ধরা হলো:

A) Step Taken by The State Government for The Development of Women's Education:

1) Mohila Sangho
2) Kanyashree Sheme
3) Ruposhri Scheme
4) Swami Vivekananda Scholarship
5) Minority Scholarship
6) Uttar Kanya Scholarship
7) Jagdish Chandra Bose Scholarship

B) Step Taken by The Central Government for The Development of Women's Education

1) Digital Gender Atlas
2) Sarva Shiksha Abhiyan
3) Uddaon
4) Beti Bachao Beti Padhao Scheme
5) Dhanlakshmi Scheme
6) National Program for Education of Girls at Elementary Level
7) Single Girl Child Scholarship
8) Rajiv Gandhi National Fellowship Scheme
9) National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education
10) Sakshar Bharat Mission for Female Literacy
11) Sukanya Samriddhi Scheme

পরিশেষে আমরা বলতে পারি প্রাচীনকাল থেকেই নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল। কিন্তু মধ্যযুগের মুসলিম শাসন ব্যবস্থায় এর অগ্রগতি খানিকটা কমে গেলেও আধুনিক যুগের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে নারীরা আর সমাজে অবহেলার পাত্রী নন। তারা সমানতালে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজেদের অধিকার আদায়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। সরকার নানাভাবে নারী শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি প্রধান করছেন। তবে জনসাধারণের সদিচ্ছা ও আগ্রহ এবং সরকারের উদার মনোভাব থাকলেই নারী শিক্ষার অগ্রগতি তথা উন্নয়ন সম্ভব হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

উৎস নির্দেশাবলী

১) মহান শিক্ষাবিদ গানের কথা, ডঃ অভিজিৎ কুমার পাল, ক্লাসিক পাবলিকেশন, কোলকাতা, পৃষ্ঠা নং 52

২) তদেব পৃষ্ঠা নং 54

৩) তদেব পৃষ্ঠা নং 62

৪) তদেব পৃষ্ঠা নং 63

গ্রন্থপঞ্জি নির্দেশাবলী

মহান শিক্ষাবিদ গানের কথা, ডঃ অভিজিৎ কুমার পাল, ক্লাসিক পাবলিকেশন, কোলকাতা,2014

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, (পঞ্চমখন্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, 1369

ভারতীয় শিক্ষার বিকাশ ও সমস্যাএ ডঃ শরৎ চট্টোপাধ্যায়এ নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সিএ কলকাতাএ1994

ভারতীয় শিক্ষা তত্ত্বের রূপায়ণএ ডঃ শরৎ চট্টোপাধ্যায়এ নিউ বুক এজেন্সিএ কলকাতাএ1993

ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা, ভক্তিভূষণ ভক্তাএ অ-আ-ক-খ প্রকাশনী, কলকাতা,2005

ভারতের শিক্ষা ও শিক্ষার ভারতায়ন, সুশীল রায়, সোমা বুক এজেন্সি,কলকাতা,2001

শিক্ষণ প্রসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস, গৌড় দাস, ব্যানার্জি পাবলিকেশন, কলকাতা,1984

আধুনিক ভারতের শিক্ষার ধারা, ডক্টর দিলীপ কুমার ঠাকুর, শেখ হামিদুল হক, রীতা পাবলিকেশন,কলকাতা,2009 ভারতীয় শিক্ষা ইতিহাসের রূপরেখা, ডক্টর নুরুল ইসলাম, শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা. 2017

শিক্ষা দর্শনের রূপরেখা, অভিজিৎ কুমার পাল, ক্লাসিক বুক, কলকাতা, 2010

শিক্ষার ভিত্তি ও বিকাশ, দেবাশীষ পাল, ধর, দাস, ব্যানার্জি, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা, 2005